দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... APR 1 9 1999 ...
পৃঃ ১৭ কলাম ৮ ...

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব

বিশ বছর চাকরির পর স্বেচ্ছায় অবসর কার্যক্রম ॥ ফাইল ঘুরছে, সিদ্ধান্ত আসছে না

সুনীল ব্যানার্জী

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ২০ বছর চাকরির পর স্বেচ্ছায় অবসর নেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সংশ্লিষ্ট ফাইল ঘুরছে এক মন্ত্রণালয় থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ে। নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে না। ফলে উল্লিখিত সময়ের পর স্বেচ্ছায় অবসর নিতে ইচ্ছুক হাজার হাজার সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা। এঁদের মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য বা অন্য কোন কিছু করে সময় কাটাবেন ঠিক করেছিলেন তাঁদের সেই আশায় ছাই পড়ার উপক্রম হয়েছে।

২০ বছর চাকরির পর স্বেচ্ছায় অবসর নিলে ২৫ বছর চাকরির পর পেনশনের সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করলে অধিকাংশ সরকারী, আধা সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অসংখ্য লোক চাকরি ছেড়ে দেবেন। তাতে সংশ্লিষ্ট অফিসে খরচ যেমন কম হবে তেমনি নতুন করে লোকবল নিয়োগেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জনসংস্কার কমিশন এই সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করেই অবিলম্বে স্বেচ্ছায় অবসর নেয়ার এই পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয় কার্যকর করার জন্য সুপারিশ করেছে। কমিশন এই সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের অভিমত এবং পার্শ্ববর্তী দেশে এই ব্যবস্থা কার্যকর করাতে কী সুফল পাওয়া গেছে তাও সুপারিশে উল্লেখ করেছে। এই সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিষয়টি অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছেন প্রায় ৫/৬ মাস আগে। তার পর থেকে ফাইল ঘুরছে অর্থ আর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে। এক মন্ত্রণালয় অন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাখ্যা চাইছে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে। এভাবে ফাইল চালাচালি চলছে। কবে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে ঠিক নেই। এই দুই মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের পর ফাইল যাবে ক্যাবিনেটের সভায়। তারপর নেয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ বিষয়টির ফয়সালা হতে আরও কতদিন লাগবে তার ঠিক নেই। আর ঠিক নেই বলেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্মা-কর্মচারীরা ভবিষ্যত নিয়ে পূর্বের ন্যায় অমানিশার অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১০ লক্ষাধিক কর্মকর্মা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এর মধ্যে প্রতিবছর ২৫ বছর চাকরি শেষ হলে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ অবসর নেন। কিন্তু ২০ বছর চাকরি পূর্তিতে অবসর নিলে এই হার দাঁড়াবে প্রায় দ্বিগুণ। এতে সরকার একদিকে যেমন উপকৃত হবে অযথা খরচ থেকে, অন্যদিকে চাকরিজীবীরা নির্ধারিত সময়ের আগে মোটা অঙ্কের টাকা পেয়ে বিকল্প কিছু করার চিন্তা করতে পারবেন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ফলে তাদের সে আশা পূরণে অহেতুক দেরি হচ্ছে।